ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৬ বর্ষ ১ম সংখ্যা | ওয়েবসাইট : http://www.du.ac.bd (DU Barta) | ১ মাঘ ১৪২৮, ১৫ জানুয়ারি ২০২২

খ্রিষ্টীয় নববর্ষ উপলক্ষ্যে উপাচার্যের শুভেচ্ছা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান খ্রিষ্টীয় নববর্ষ-২০২২ উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ এক শুভেচ্ছা বাণীতে উপাচার্য সকলের সুখ, শান্তি, মঙ্গল ও সমৃদ্ধি কামনা করে বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, কৃষি, ব্যবসায়, বাণিজ্য, অর্থনীতিসহ সর্বক্ষেত্রে বিস্ময়কর উন্নয়ন ও অগ্রগতি অর্জন করেছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সমৃদ্ধ ও উন্নত সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার পথে দেশ এগিয়ে চলেছে। সাফল্য, উন্নয়ন ও অগ্রগতির এই ধারা নতুন বছরেও অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান আরও বলেন, করোনা মহামারি পরিস্থিতিতে বৈশ্বিক নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে সকল প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠে ২০২২ হবে একটি সম্ভাবনাময় বছর। দেশ ও জাতির প্রত্যাশা পূরণের জন্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০ অর্জন, ৪র্থ শিল্পবিপ্লব প্রসূত সুযোগের সদ্ব্যবহার করে দক্ষ, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানবসম্পদ তৈরি, মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণার ক্ষেত্র প্রসার, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থানের উন্নয়ন এবং শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়কে আরও এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে উপাচার্য সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় সহযোগিতা কামনা করেন।

খ্রিষ্টীয় নববর্ষে নতুন আশা ও সম্ভাবনা জাগিয়ে শতবর্ষী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশ ও জাতির উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বিগত সময়ের ধারাবাহিকতায় অনন্য অবদান রাখবে বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত

বঙ্গবন্ধুর দর্শনের আলোকে দেশ গড়লেই শহিদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হবে–উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন দর্শনের আলোকে উদার, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ বিনির্মাণ, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন করতে পারলেই শহিদ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হবে। শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে গত ১৪ ডিসেম্বর ২০২১ প্রশাসনিক ভবনস্থ অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে আয়োজিত এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে এ আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়।

সভায় প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. নিজামুল হক ভূইয়াসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স এসোসিয়েশন, তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী সমিতি, কারিগরী কর্মচারী সমিতি এবং চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান শহিদ বুদ্ধিজীবীদের অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, জ্ঞান ভিত্তিক. তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর উদার ও মানবিক সমাজ বিনির্মাণই ছিল শহিদ বুদ্ধিজীবীদের লক্ষ্য। তাঁরা পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সাম্প্রদায়িকতা, উগ্রতা ও বর্বর গণহত্যার চিত্র বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেছিলেন। নিজ নিজ পেশায় তাঁরা প্রথিতযশা ছিলেন। জাতিকে মেধাশুন্য করতেই পরিকল্পিতভাবে দেশের এই সেরা সন্তানদের হত্যা করা হয় উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল গণহত্যার মূলকেন্দ্র। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের অশুভ উদ্দেশ্য পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে বলা যাবে না। জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার পর দেশে বারবার অগণতান্ত্রিক শক্তির ক্ষমতা গ্রহণের মধ্য দিয়ে তাদের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ঘটে। উপাচার্য বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত যে সব কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তা সফলভাবে বাস্তবায়ন করে চলেছেন। এ কারণে বাংলাদেশ আজ বিশ্ব দরবারে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে আরও আগেই দেশ উন্নতির শিখরে উপনীত হতে পারত বলে তিনি মন্তব্য করেন। (৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঢাবি-এ বঙ্গবন্ধু বক্তৃতামালা-৮ অনুষ্ঠিত

বঙ্গবন্ধুর ধর্মীয় ও আন্তঃধর্মীয় চেতনা বিশ্ববাসীর জন্য এক অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর পিস এন্ড লিবার্টি এবং সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সস (কারাস) আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধু বক্তৃতামালা-৮' গত ২০ ডিসেম্বর ২০২১ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনস্থ অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে 'বঙ্গবন্ধুর ধর্মীয় ও আন্তঃধর্মীয় চেতনা' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাবি ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর পিস এন্ড লিবার্টি'র পরিচালক ও ইউজিসি অধ্যাপক ড. ফকরুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ড. মো. মুশফিকুর রহমান। প্রবন্ধের উপর আলোচনায় অংশ নেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. জাকির হোসেন এবং কারাস-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির।

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন বলেন, বঙ্গবন্ধু কথায়-কাজে, আচার-আচরণে ও মনে-প্রাণে একজন ধর্মপ্রাণ খাঁটি মানুষ ছিলেন। নিজ ধর্মের প্রতি আনুগত্য আর অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ছিল ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাঁর অনুসৃত মূলনীতি; যা তিনি সর্বাবস্থায় আমৃত্যু অকপটে ধারণ করেছেন। তাঁর কীর্তিময় জীবন, অবিসংবাদিত নেতৃত্ব আর জনগণের উপর অবিশ্বাস্য প্রভাবের বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও গবেষণায় এটি প্রমাণিত যে, মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে আন্তঃধর্মীয় চেতনা বিকাশের পাশাপাশি ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে তিনি যে অসাম্প্রদায়িক ও মানবিকতার বীজ বপন করেছিলেন, তা রাষ্ট্র-কাঠামো পরিচালনায় সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য এক অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন।

তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর কীর্তিময় জীবন ও কর্মে, চিন্তা ও দর্শনে এবং প্রায়োগিক সকল অর্থে ধর্মীয় চেতনার বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। ব্যক্তিজীবনে তিনি অসাম্প্রদায়িক ছিলেন, মানবতাবাদী আদর্শ ধারণ ও লালন করেছেন, প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে ধর্মীয় সম্প্রীতির বিষয়টি তুলে এনেছেন এবং তাঁর সংগ্রামী জীবনেও তা চিত্রিত করেছেন। বঙ্গবন্ধু অসাম্প্রদায়িক (৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঢাবি'র শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্টদের স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের পরামর্শ

সম্প্রতি দেশে করোনা সংক্রমণের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সশরীরে শিক্ষা ও পরীক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে মাস্ক পরিধানসহ যথাযথভাবে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করার জন্য শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্টদের বিশেষভাবে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ না করলে করোনা সংক্রমণের হার আরও বৃদ্ধি পাবে। ফলে আবাসিক হল খোলা রাখা ও সশরীরে শিক্ষাদান কার্যক্রম ব্যাহত হবে।

ঢাবি'র অভ্যন্তরীণ ১০টি অনুষদের ডিন নির্বাচন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ ১০টি অনুষদের ২০২১-২০২২ ও ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষের ডিন নির্বাচন গত ১৩ জানুয়ারি ২০২২ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩-এর ২৭(৫) ধারা এবং অধ্যাদেশের (২য় খন্ড) ১৮নং অধ্যায়ে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ এবং প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল নির্বাচন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ উপাচার্যের প্রতিনিধি হিসেবে এই নির্বাচন পরিচালনা করেন।

নির্বাচিত ডিনগণ হলেন : অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির (কলা অনুষদ); অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস ছামাদ (বিজ্ঞান অনুষদ); অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল মঈন (বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ); অধ্যাপক ড. মো. জিয়াউর রহমান (সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ); অধ্যাপক ড. এ কে এম মাহবুব হাসান (জীব বিজ্ঞান অনুষদ); অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার (ফার্মেসী অনুষদ); অধ্যাপক ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান বাবু (ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদ) এবং অধ্যাপক নিসার হোসেন (চারুকলা অনুষদ)।

অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ আইন অনুষদের এবং অধ্যাপক ড. মো. জিল্লুর রহমান আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন হিসেবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।

ঢাবি শিক্ষক সমিতির নির্বাচন-২০২২

অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ সভাপতি ও অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত

ঢাকা বিশ্ববিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ সভাপতি ও অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক ড. তোফায়েল আহমদ চৌধুরী এই নির্বাচন পরিচালনা করেন।

অন্য পদে নির্বাচিতরা হলেন- সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. সাবিতা রিজওয়ানা রহমান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আকরাম হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক ড. মো. আবদুর রহিম, সদস্য- অধ্যাপক ড. এ জে এম শফিউল আলম ভূইয়া, অধ্যাপক ড. ইসতিয়াক এম সৈয়দ, অধ্যাপক ড. লাফিফা জামাল, অধ্যাপক ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার, অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান, অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল মঈন, অধ্যাপক ড. মো. নাসিরউদ্দিন মুন্সী, অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা এবং অধ্যাপক ড. ফিরোজ আহমেদ।

‘কলা অনুষদ শতবর্ষ বৃত্তি ট্রাস্ট ফান্ড’ গঠন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০০ বছরকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য “কলা অনুষদ শতবর্ষ বৃত্তি ট্রাস্ট ফান্ড” শীর্ষক নতুন একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের লক্ষ্যে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন ১কোটি টাকার একটি চেক গত ৪ জানুয়ারি ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের কাছে হস্তান্তর করেন। উল্লেখ্য, অনুষদের বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ খাত থেকে অনুদানের এই অর্থ সংগ্রহ করা হয়। নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার এবং কলা অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন।

এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদের ১শ’জন অসচ্ছল শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের জন্য কলা অনুষদের ডিনকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, এই ট্রাস্ট ফান্ডের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের অসচ্ছল শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও এই ট্রাস্ট ফান্ড কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ঢাবি অফিসার্স এসোসিয়েশনের অভিষেক, নবীন বরণ ও বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স এসোসিয়েশনের নবনির্বাচিত পরিষদের অভিষেক, নবীন অফিসারদের বরণ, অবসরপ্রাপ্ত অফিসারদের বিদায় সংবর্ধনা ও প্রীতিসম্মিলনী গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

এসোসিয়েশনের সভাপতি খোরশেদ আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এ কে আজাদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মো. মনিরুল ইসলাম শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান নবীন অফিসারদের অভিনন্দন ও বিদায়ী অফিসারদের সুস্থতা কামনা করে বলেন, জাতির প্রত্যাশা পূরণে আমাদের সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমিত সম্পদের যথাযথ সদ্ব্যবহার করে নিজেদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করার জন্য উপাচার্য কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের ২য় পর্বে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রীতিভোজ ও র‍্যাফেল ড্র-এর আয়োজন করা হয়।

শিক্ষকদের জন্য শাটল বাস সার্ভিস চালু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য ক্যাম্পাসে গত ২৬ ডিসেম্বর ২০২১ থেকে শাটল বাস সার্ভিস চালু করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান আনুষ্ঠানিকভাবে এই বাস সার্ভিস উদ্বোধন করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে ঢাবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ এবং সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিদিন সকাল ১০.৩০টায় ও দুপুর ২.০০টায় প্রশাসনিক ভবন-কলাভবন-টিএসসি-কাজী মোতাহার হোসেন ভবন-মোকাররম ভবন-কার্জন হল পর্যন্ত যাবে শাটল বাস এবং সকাল ১১.০০টায় ও দুপুর ২.৩০টায় কার্জন হল-মোকাররম ভবন- কাজী মোতাহার হোসেন ভবন-টিএসসি-কলাভবন-প্রশাসনিক ভবনে ফিরে আসবে।

এছাড়া, অন্য রুটে শাটল বাস সকাল ১১.০০টায় লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট থেকে কার্জন হল পর্যন্ত যাবে এবং দুপুর ২.০০টায় কার্জন হল থেকে লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউটে ফিরে আসবে।

ঢাবি এবং স্লুমবার্জার সিয়াকো ইনক. লি.-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্লুমবার্জার সিয়াকো ইনক. লি.-এর মধ্যে গত ৫ জানুয়ারি ২০২২ এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। উপাচার্য লাউঞ্জে আয়োজিত এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সভাপতিত্ব করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এবং স্লুমবার্জার সিয়াকো ইনক. লি.-এর কান্ট্রি ম্যানেজার শহিদ হোসেন চৌধুরী নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভূতত্ত্ব বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আজিজ হাসান, রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার এবং বিভাগের কয়েকজন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

এই সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী, স্লুমবার্জার কোম্পানি কর্তৃপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভূতত্ত্ব বিভাগের জি এন্ড জি সিমুলেশন ল্যাব-এর উন্নয়নে সফট্‌ওয়্যার প্যাকেজ এবং কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করবে। এছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য, স্লুমবার্জার সিয়াকো ইনক. লি. যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক একটি শীর্ষস্থানীয় কোম্পানি।

জিয়া হলে বিতর্ক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জিয়া হল ডিবেটিং ক্লাবের উদ্যোগে জাতীয় আন্তঃক্লাব বিতর্ক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২১ হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। ‘মুক্তির মন্দির সোপান তলে’ স্লোগান ধারণ করে ১১তম এই স্বাধীনতা দিবস বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

জিয়া হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বিল্‌লাল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সাবেক বিতার্কিক, চিকিৎসক ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ডা: আব্দুন নূর তুষার এবং মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মাসুদ লিমন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। জিয়া হল ডিবেটিং ক্লাবের মডারেটর এফ. এম. তানভীর শাহ্‌রিয়ার অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, পরিচ্ছন্ন ও পরিশীলিত মানুষ হতে হলে অন্যকে ধারণ করতে হয়, অন্যের বক্তব্যের প্রতি সহনশীল হতে হয়। সহনশীলতা চর্চার ক্ষেত্রে বিতর্ক একটি বড় মাধ্যম। উদার ও পরমতসহিষ্ণু ব্যক্তিই প্রকৃত মানুষ। সেজন্য যৌক্তিক চিন্তা-চেতনার গুরুত্ব রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা বিতর্কের মাধ্যমে নিজেদের চিন্তাকে শাণিত করি।

‘ফরচুন বাংলা চ্যানেল সুইমিং-২০২১’ ঢাবি’র ৬ সাঁতারুর সফলতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুইমিং ও ওয়াটার পোলো টিমের ৮ সাঁতারু ১৬তম ‘ফরচুন বাংলা চ্যানেল সুইমিং-২০২১’-এ অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে ৬জন সাঁতারু সফলভাবে ১৬.১ কিমি পথ অতিক্রম করে। এ প্রতিযোগিতায় ঢাবি দলের অধিনায়ক সাইফুল ইসলাম রাসেল ৩ ঘণ্টা ৫০ মিনিটে এই পথ অতিক্রম করে ১ম স্থান অধিকার করেন। টিমের সদস্যরা গত ২৬ ডিসেম্বর ২০২১ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর অফিসে সাক্ষাৎ করেন। এসময় ঢাবি শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের পরিচালক মো. শাহজাহান আলী উপস্থিত ছিলেন। টিমের অন্যান্য সাঁতারু হলেন- ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের মো. ইসতিয়াক উদ্দিন, আইন বিভাগের মো. আবু বকর সিদ্দিক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের এবাদুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাইফুল ইসলাম তপু ও ইংরেজী বিভাগের মো. আবু তাহের।

মো. জামাল খান-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. জামাল খান-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ১৮ ডিসেম্বর ২০২১ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, মো. জামাল খান ছিলেন প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনার একজন মেধাবী শিক্ষক ও গবেষক। বিভাগীয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কাছে তিনি ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয়। ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা প্রসারে ও মৌলিক গবেষণায় এই শিক্ষকের অনেক অবদান রয়েছে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, মো. জামাল খান দীর্ঘদিন যাবৎ ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করে গত ১৮ ডিসেম্বর ২০২১ রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর।

অধ্যাপক ড. ফয়েজুন্নেছা বেগম-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. ফয়েজুন্নেছা বেগম-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ১৯ ডিসেম্বর ২০২১ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ড. ফয়েজুন্নেছা বেগম ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী, সজ্জন ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন একজন শিক্ষক ও গবেষক। সংস্কৃত বিভাগের চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি সততা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। বিভাগীয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কাছে তিনি ছিলেন খুবই জনপ্রিয়। সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার ও গবেষণায় গুণী এই অধ্যাপক অসামান্য অবদান রেখে গেছেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমার রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. ফয়েজুন্নেছা বেগম গত ১৮ ডিসেম্বর ২০২১ রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর।

অধ্যাপক ড. স্বপন কুমার বালা-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয়ের একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের অধ্যাপক ড. স্বপন কুমার বালা-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ২২ ডিসেম্বর ২০২১ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ড. স্বপন কুমার বালা ছিলেন হিসাব বিজ্ঞানের একজন বিজ্ঞ শিক্ষক ও গবেষক। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে তাঁর অনেক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির আজীবন সদস্য, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড একচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) কমিশনার, ঢাকা স্টক একচেঞ্জের (ডিএসই) ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টেন্টস অব বাংলাদেশের (আইসিএমএবি) কোষাধ্যক্ষসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি অত্যন্ত সততা, দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। বিভাগীয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কাছে জনপ্রিয় এই গুণী অধ্যাপক একাউন্টিং শিক্ষা প্রসার ও গবেষণায় এবং দেশের পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও বিকাশে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমের আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. স্বপন কুমার বালা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২২ ডিসেম্বর ২০২১ রাজধানীর একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর।

সাংবাদিক রিয়াজউদ্দিন আহমেদ-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক রিয়াজউদ্দিন আহমেদ-এর মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ২৫ ডিসেম্বর ২০২১ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, রিয়াজউদ্দিন আহমেদ ছিলেন দেশের একজন প্রবীণ সাংবাদিক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী। তিনি সকলের সাথে সামাজিক ও মানবিক সম্পর্ক বজায় রাখতেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, সাংবাদিক রিয়াজউদ্দিন আহমেদ গত ২৫ ডিসেম্বর ২০২১ রাজধানীর একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

অধ্যাপক ড. মো. আবদুল আউয়াল খান-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক ও অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. মো. আবদুল আউয়াল খান-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ৬ জানুয়ারি ২০২২ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ড. মো. আবদুল আউয়াল খান ছিলেন অত্যন্ত সৎ, অমায়িক, বিনয়ী ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন একজন শিক্ষক ও গবেষক। ইনস্টিটিউটের পরিচালকসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি সততা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের কাছে তিনি ছিলেন খুবই জনপ্রিয়। শিক্ষার প্রসার ও গবেষণায় অসামান্য অবদানের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. মো. আবদুল আউয়াল খান গত ৬ জানুয়ারি ২০২২ অসুস্থাবস্থায় ঢাকাস্থ নিজ বাসায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

অধ্যাপক ড. হিরণ্ময় সেন গুপ্তের মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পদার্থবিদ ড. হিরণ্ময় সেন গুপ্ত-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ৮ জানুয়ারি ২০২২ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ড. হিরণ্ময় সেন গুপ্ত ছিলেন অত্যন্ত সৎ, দেশপ্রেমিক, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞানী। প্রথিতযশা এই শিক্ষক ও গবেষকের অসংখ্য মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত ও সমাদৃত হয়েছে। তিনি পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান, জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অত্যন্ত সততা, দক্ষতা, নিষ্ঠা ও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। অমায়িক ব্যবহারের জন্য সহজ-সরল প্রকৃতির এই গুণী অধ্যাপক বিভাগীয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সকলের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। শিক্ষা ও গবেষণায় অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি অসংখ্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। পদার্থ বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারে বিশেষ করে নিউক্লিয়ার পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণায় অসামান্য অবদানের জন্য অধ্যাপক ড. হিরণ্ময় সেন গুপ্ত স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. হিরণ্ময় সেন গুপ্ত গত ৮ জানুয়ারি ২০২২ চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাজধানীর একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।

উপাচার্যের সাথে আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ-এর পরিচালকের সাক্ষাৎ

ঢাকাস্থ আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ-এর পরিচালক মি. ফ্রঁসোয়া গুজে গত ১৫ ডিসেম্বর ২০২১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আলিয়ঁস ফ্রঁসেজের মধ্যে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা কার্যক্রম নিয়েও তাঁরা মত বিনিময় করেন। এসময় মি. ফ্রঁসোয়া গুজে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানকে অবহিত করেন যে, ইউনিভার্সিটি অব প্যারিসের ফ্রেঞ্চ ন্যাশনাল রিসার্স সেন্টারের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো অধ্যাপক প্যাট্রিক ওয়েইল আগামী ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসে সংক্ষিপ্ত সফরে ঢাকা আসবেন। সফরকালে অধ্যাপক প্যাট্রিক ওয়েইল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগামী ১৮ জানুয়ারি ২০২১ উচ্চশিক্ষা বিষয়ক একটি লেকচার প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এজন্য মি. ফ্রঁসোয়া গুজে উক্ত সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সেমিনার আয়োজনের জন্য উপাচার্যের সহযোগিতা চান। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সেমিনার আয়োজনে সহযোগিতা প্রদানের জন্য মি. ফ্রঁসোয়া গুজেকে আশ্বাস দেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদানে গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ-এর পরিচালক মি. ফ্রঁসোয়া গুজেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

বঙ্গবন্ধুর ধর্মীয় ও আন্তঃধর্মীয় চেতনা

(১ম পৃষ্ঠার পর) এক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং সর্বদা দেশমাতৃকার অবস্থানকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে গোটা দেশে অসাম্প্রদায়িক ও আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির এক অনুপম পরিবেশ গড়ার আমৃত্যু নিরন্তর প্রয়াস চালিয়েছেন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ড. মো. মুশফিকুর রহমান ‘বঙ্গবন্ধুর ধর্মীয় ও আন্তঃধর্মীয় চেতনা’ শীর্ষক সারগর্ভ প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। বঙ্গবন্ধুর উপর ধর্মীয় চেতনা ও আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর পিস এন্ড লিবার্টি’র সাথে ইসলামিক ফাউন্ডেশন একযোগে কাজ করবে বলে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেন ।

বঙ্গবন্ধুর দর্শনের আলোকে দেশ গড়তে পারলেই

(১ম পৃষ্ঠার পর) দিবসটি উপলক্ষ্যে উপাচার্য ভবনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভবনসমূহে কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণস্থ কবরস্থান, জগন্নাথ হল প্রাঙ্গণস্থ স্মৃতিসৌধ, বিভিন্ন আবাসিক এলাকার স্মৃতিসৌধ এবং মিরপুর ও রায়ের বাজার শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদসহ বিভিন্ন হল মসজিদ ও উপাসনালয়ে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও প্রার্থনা করা হয়।

ঢাবি এবং ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সহযোগিতামূলক প্রটোকল স্বাক্ষরিত

তুরস্কের ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা শিক্ষা কোর্স চালু ও বাংলাদেশের সংস্কৃতি বিকাশের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ এক সহযোগিতামূলক প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এবং ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর অধ্যাপক ড. মাহমুত আক নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এই সহযোগিতামূলক প্রটোকলে স্বাক্ষর করেন। অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে আয়োজিত ভার্চুয়ালি এই সহযোগিতামূলক প্রটোকল স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, তুরস্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মসুদ মান্নান এবং ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক ড. মেহমেত ইয়ালসিন ইয়ালমাজ সংযুক্ত ছিলেন। ইস্তাম্বুলে নিযুক্ত বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

সহযোগিতামূলক প্রটোকল অনুযায়ী বাংলা ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়ন এবং বাংলাদেশের শিল্প ও সংস্কৃতির বিকাশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে কাজ করবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সহযোগিতামূলক প্রটোকল স্বাক্ষরের জন্য ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিরাজ করছে। এই প্রটোকল স্বাক্ষরের মাধ্যমে দু’দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদার হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ঢাবি এবং এনএমইএফসি-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের ন্যাশনাল মেরিন এনভায়রনমেন্টাল ফোরকাস্টিং সেন্টার (এনএমইএফসি))-এর মধ্যে গত ২৭ ডিসেম্বর ২০২১ এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে আয়োজিত ভার্চুয়ালি এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এবং এনএমইএফসি’র মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. ইউ ফুজিয়াং নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এএসএম মাকসুদ কামাল, আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক ড. তৌহিদা রশীদ, সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান মো. জোবায়ের আলম এবং এনএমইএফসি’র উপ-মহাপরিচালক অধ্যাপক চেন ঝি উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. কাউসার আহাম্মদ ভার্চুয়াল এই অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

এই সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের ন্যাশনাল মেরিন এনভায়রনমেন্টাল ফোরকাস্টিং সেন্টার সমুদ্রবিজ্ঞান বিষয়ে যৌথভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, সম্মেলন, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করবে। এছাড়া, বাংলাদেশে সমুদ্রের মডেলিং, মহাসাগরের পূর্বাভাস ব্যবস্থা, আবহাওয়া, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি প্রশমন ও প্রতিরোধ এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই দু’প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে কাজ করবে। উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শিক্ষক-গবেষক ও শিক্ষার্থী বিনিময় এবং গবেষণা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত আদান-প্রদান করা হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের জন্য এনএমইএফসি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ এবং চীনের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে এবং দুই দেশের জনগণ উপকৃত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এই সমঝোতা স্মারক কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

ঢাবি এবং ইউএসএফএস-এর মধ্যে সহযোগিতামূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের ফরেস্ট সার্ভিস (ইউএসএফএস) এর মধ্যে গত ৪ জানুয়ারি ২০২২ একটি সহযোগিতামূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এবং ইউএসএফএস কম্পাস প্রোগ্রামের প্রজেক্ট লিডার ড. আবু মোস্তফা কামাল উদ্দিন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন ।

কোষাধ্যক্ষ কার্যালয়ে আয়োজিত এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহা, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. শামীম শামছি, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন এবং রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার উপস্থিত ছিলেন ।

এই চুক্তি অনুযায়ী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের প্ল্যান্ট ট্যাক্সোনমি, এথনোবোটানি-হার্বাল মেডিসিনস অ্যান্ড কনজারভেশন বায়োলজি ল্যাবরেটরি এবং যুক্তরাষ্ট্রের ফরেস্ট সার্ভিস যৌথভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং সম্মেলন, সেমিনার, ওয়েবিনার ও ফেলোশিপ প্রোগ্রামের আয়োজন করবে। এছাড়া, ইউএসএফএস কর্তৃপক্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের নতুন প্রযুক্তি, কৌশল, পদ্ধতি ও ধারণা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। গবেষণার ফলাফল, প্রবন্ধ ও বই প্রকাশের ক্ষেত্রেও এই দুই প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে কাজ করবে।

উপাচার্যের সাথে অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ-এর নেতৃত্বে ৩-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ৫ জানুয়ারি ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা হলেন অধ্যাপক গোলাম শাহী আলম ও অধ্যাপক এস এম কবীর।

সাক্ষাৎকালে তারা অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের রিসোর্স পার্সন টিম গঠনের ব্যাপারে আলোচনা করেন। অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সহযোগিতা কামনা করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এই টিম গঠনের ক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে বলেন, দেশের উচ্চশিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা প্রদান করা হবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে ডাকসু ছাত্রলীগ প্যানেল (২০১৯-২০)-এর উদ্যোগে ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০০ মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে বাইসাইকেল বিতরণের জন্য ‘মুজিববর্ষ বাইসাইকেল কর্মসূচি’ উদ্বোধন করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ২০ ডিসেম্বর ২০২১ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র চত্বরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। ডাকসু’র সাবেক স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক সাদ বিন কাদের চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে এবং সাংগঠনিক সম্পাদক বি এম মোজাম্মেল হক প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। নাভানা গ্রুপের অর্থায়নে এই বাইসাইকেল বিতরণ কর্মসূচিতে অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি আল নাহিয়ান খান জয়, সাধারণ সম্পাদক লেখক ভট্টাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি সনজিত চন্দ্র দাস, সাধারণ সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন এবং নাভানা গ্রুপের সিইও ওয়াহেদ আজিজুর রহমান বক্তব্য রাখেন।

ঢাবি-এ ৪দিনব্যাপী উগ্রবাদ বিরোধী বিতর্ক প্রতিযোগিতা সমাপ্ত

‘সিটিটিসি-ডিইউডিএস উগ্রবাদ বিরোধী বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০২২’-এ স্কুল পর্যায়ে ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, কলেজ পর্যায়ে রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্ক দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এছাড়া, স্কুল পর্যায়ে মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কলেজ পর্যায়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ এবং বিশ্ববিদালয় পর্যায়ে ইস্টওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির বিতর্ক দল রানারআপ হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ১১ জানুয়ারি ২০২২ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। ‘রুখে দাও সন্ত্রাস-ভাঙো সব জরা, সম্প্রীতির শুচিতায় শুভ্র হোক ধরা’ প্রতিপাদ্য ধারণ করে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটি (ডিইউডিএস) ৪দিনব্যাপী এই জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

ডিইউডিএস-এর সভাপতি শেখ মো. আরমানের সভাপতিত্বে সমাপনী অনুষ্ঠানে সোসাইটির চীফ মডারেটর অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিটের উপ-কমিশনার আব্দুল মান্নান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ডিইউডিএস-এর সাধারণ সম্পাদক মাকসুদা আক্তার তমা অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। এই প্রতিযোগিতায় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মোট ৮০টি দল অংশ নেয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, বিতর্ক অঙ্গন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চার একটি উৎকৃষ্ট প্লাটফর্ম। কোন উগ্রবাদ সভ্য মানব সমাজের কাছেই গ্রহণযোগ্য নয়। উগ্রবাদ প্রতিরোধে এই ধরনের বিতর্ক প্রতিযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

৩দিনব্যাপী জয়নুল উৎসব

সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি জাতির সকল অঙ্গনকে সমৃদ্ধ করে-উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেছেন, সাংস্কৃতিক অঙ্গন এমন একটি অঙ্গন যা অন্যান্য অঙ্গনগুলোকে টেকসই করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একটি জাতির সাংস্কৃতিক অঙ্গন সমৃদ্ধ হলে তার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ সকল ক্ষেত্রই সমৃদ্ধ হয়। বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পকলার পথিকৃৎ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ১০৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদে ৩দিনব্যাপী জয়নুল উৎসবের উদ্বোধনী বক্তব্যে উপাচার্য এসব কথা বলেন। শিল্পাচার্যের আদর্শ ও শিল্প ধারণা অনুসরণ করার জন্য উপাচার্য চারুকলা অনুষদের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আবুল মনসুর বলেন, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে শিল্পকর্মের উন্নতি সাধনে আমাদের শিল্পীরা অনন্য অবদান রেখে চলছে। শিল্পাচার্যের আদর্শ অনুসরণ করে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও চেতনার বিকাশ ঘটাতে হবে।

অনুষ্ঠানে শিল্পকলায় বিশেষ অবদান রাখার জন্য ঢাকা

চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আবুল মনসুর প্রধান অতিথি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের পরিচালক আহমেদ উল্লাহ এবং শিল্পাচার্য-পুত্র খায়রুল আবেদিন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, আমাদের শিল্প-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে আধুনিকায়ন ও সমৃদ্ধির শিখরে পৌঁছে দিতে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের অনবদ্য অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কারুশিল্প বিভাগের অনারারি অধ্যাপক আব্দুস শাকুর শাহ্ এবং ভারতের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রমন শিব কুমারকে জয়নুল সম্মাননা-২০২১ প্রদান করা হয় ।

এছাড়া, উৎসব উপলক্ষ্যে চারুকলা অনুষদ প্রাঙ্গণে ৩দিনব্যাপী জয়নুল মেলার উদ্বোধন করা হয়।

উল্লেখ্য, উৎসব উদ্বোধনের আগে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আবুল মনসুর, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেনসহ অতিথিবৃন্দ শিল্পাচার্যের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

কলা অনুষদ শতবর্ষ বৃত্তি পেলেন ১৫২ শিক্ষার্থী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের ১৫২ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে শতবর্ষ বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ৬ জানুয়ারি ২০২২ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, অধ্যাপক ড. রেজওয়ানা চৌধুরী এবং অধ্যাপক ড. আশা ইসলাম নাঈম বক্তব্য রাখেন। সহযোগী অধ্যাপক মাহমুদুর রহমান অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে দূষণমুক্ত ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রতি আহবান জানান। আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় আনার উপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠন করতে হবে।

অধ্যাপক সিতারা পারভীন পুরস্কার পেলেন ১২ মেধাবী শিক্ষার্থী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ২০১৯ সালের বিএসএস (সম্মান) পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফল অর্জন করায় ১২জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে 'অধ্যাপক সিতারা পারভীন পুরস্কার' প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ৯ জানুয়ারি ২০২২ অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেধাবী শিক্ষার্থীদের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আবুল মনসুর আহাম্মদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর পিস এন্ড লিবার্টি'র পরিচালক অধ্যাপক ড. ফকরুল আলম বক্তব্য রাখেন। অধ্যাপক ড. আহাদুজ্জামান মোহাম্মদ আলী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রয়াত অধ্যাপক সিতারা পারভীনের অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, তিনি ছিলেন একজন সৎ, আদর্শবান ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক। তাঁর আদর্শ ধারণ করে অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হওয়ার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে শিক্ষার্থীদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। কোভিড-১৯ থেকে সুরক্ষা পেতে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- মিলি আক্তার, রিতু কর্মকার, জান্নাতুল ইসলাম রিয়া, তহুরা তাবাসসুম তরি, সুমাইয়া জাহিদ, মো. তরিকুল ইসলাম, টিপু সুলতান, সাইদুল ইসলাম, তানহা তাসনিম ইতি, ফারহানা আক্তার, মোছা. নুসরাত জেবিন বিভা এবং সুমাইয়া আরেফিন অর্নি ।

উল্লেখ্য, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের কন্যা এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. আহাদুজ্জামান মোহাম্মদ আলীর স্ত্রী অধ্যাপক ড. সিতারা পারভীন ২০০৫ সালের ২৩ জুন যুক্তরাষ্ট্রে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন।

প্রফেসর ড. মো. খলিলুর রহমান ট্রাস্ট ফান্ড স্বর্ণপদক প্রবর্তন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর ড. মো. খলিলুর রহমান ট্রাস্ট ফান্ড স্বর্ণপদক প্রবর্তন করা হয়েছে। গত ২৬ ডিসেম্বর ২০২১ উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের উপস্থিতিতে এই স্বর্ণপদক প্রবর্তন করা হয়।

এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের লক্ষ্যে প্রফেসর ড. মো. খলিলুর রহমান-এর স্ত্রী মিসেস তাহমিনা খলিল ১২ লাখ টাকার একটি চেক বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদের কাছে হস্তান্তর করেন। এসময় জীব বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহা, প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. ইয়ারুল কবীর, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার এবং দাতা পরিবারের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের এমএস পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জনকারী একজন শিক্ষার্থীকে 'প্রফেসর ড. মো. খলিলুর রহমান ট্রাস্ট ফান্ড স্বর্ণপদক' প্রদান করা হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এই অনুদানের জন্য দাতাকে ধন্যবাদ জানান। এর মাধ্যমে মেধাবী শিক্ষার্থীরা অনুপ্রাণিত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. মো. খলিলুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়ের নিওরোসায়েন্স রিসার্চ সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হিসেবে বর্তমানে দায়িত্ব পালন করছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ৬ জানুয়ারি ২০২২ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ক্রিমিনোলজি বিভাগে 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ কর্নার' উদ্বোধন করেন। এসময় অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান, বিভাগীয় চেয়ারপার্সন খন্দকার ফারজানা রহমানসহ শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ২ জানুয়ারি ২০২২ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ হলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে নব-নির্মিত 'বঙ্গবন্ধু কর্নার' উদ্বোধন করেন। এসময় হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জাবেদ হোসেন, ঢাবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া, ফজলুল হক মুসলিম হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. শাহ্ মো. মাসুম, অমর একুশে হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. ইসতিয়াক এম. সৈয়দসহ হলের আবাসিক শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন, মোঃ আবু বকর সিদ্দিক ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম
ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার ও মোঃ জাকির হোসেন। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে মুদ্রিত। ফোন: ৫৫১৬৭৭১৯, ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫